কন্টেন্ট রাইটিং

লেখালেখির শখ থেকে আয়

অজন্তা রেজওয়ানা মির্জা

আদম্য প্রকাশ

উৎসর্গ

এত দিন ধরে যারা আমাকে পড়তে, লিখতে,
কাজ করতে উৎসাহ দিয়েছে।
আমার কোনো কিছুতেই যারা ‘না’ বলেনি।
আমাকে যারা আমার মতো করে গড়ে উঠতে দিয়েছে।

ভূমিকা

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক- এসব লিখে যারা আয় করে, তাদের আমরা সাহিত্যিক বলে চিনি। কেউ অসম্ভব ভালো লেখেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাদের লেখা পড়ি। আবার কেউ মাত্র শুরু করছেন, কিন্তু তাদের লেখার হাত চমৎকার।

আপনার মাথায় কোনো গল্পের প্লট ঘোরাঘুরি করছে। সেটা লিখে না ফেলা পর্যন্ত আপনি শান্তি পাচ্ছেন না। খেতে পারছেন না, ঘুমাতে পারছেন না। অস্থির অস্থির লাগছে। আপনাকে লিখতেই হবে।

আপনার মাথার ভেতর যে প্লটটা ঘুরছে সেটা কাগজকলমে (বা কম্পিউটারে/ফোনে) লিখে ফেললেই আপনি একজন লেখক হয়ে গেলেন। ছোট করে লিখলে হয়ে গেল গল্প; তখন আপনি একজন গল্পকার। পাতার পর পাতা লিখলে হলো উপন্যাস। ছন্দের আকারে লিখলে হবে কবিতা, সংলাপে লিখলে নাটক। তাই না?

যেভাবেই লিখেন না কেন, লিখে ফেললেন বলেই আপনি একজন লেখক। একজন রাইটার।

লেখা শেষ হলো, এখন বই আকারে ছাপানোর পালা। কোনো প্রকাশনীকে ধরে আপনি ছাপানোর ব্যবস্থাও করে ফেললেন। বইমেলায় বা বছরের মাঝখানে আপনার বই প্রকাশ হলো। এখন আপনি একজন গ্রন্থকার, কারণ আপনার একটা লেখা বই আকারে প্রকাশ হয়েছে। আপনি এখন একজন published writer.

এরপর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা। আপনার বই কি সবাই পছন্দ করবে? আপনি যতটা ভালোবাসা দিয়ে বইটা লিখেছেন, আপনার পাঠক কি সেটা বুঝবে? আপনার মতো করে কি সবাই আপনার সৃষ্টি করা চরিত্রগুলোকে ভালোবাসবে? তারা ভুল বুঝবে না তো?

কিন্তু এ তো গেল ফিকশন বা সাহিত্য। কোনো কাল্পনিক গল্প, কাল্পনিক চরিত্র বা কাল্পনিক জগৎ নিয়ে লেখা।

কিন্তু আমাদের এই বইটা হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং (content writing) নিয়ে, অর্থাৎ যে ধরনের লেখার মূল উদ্দেশ্য কোনো ব্যবসাকে বা প্রতিষ্ঠানকে প্রচার করা। অথবা যে বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে, সেটা সবার সামনে তুলে ধরা। আমি যদি আমার লেখার মাধ্যমে চরিত্র তৈরি না করে বরং আমার পাঠকদের কিছু মূল্যবান বা আকর্ষণীয় তথ্য দিই, তাহলে আমি কী?

তাহলে আমি হয়ে গেলাম একজন কন্টেন্ট রাইটার।

আমি অজন্তা রেজওয়ানা মির্জা, একজন কন্টেন্ট রাইটার। ১২ বছরের বেশি সময় আমি দেশি এবং বিদেশি ক্লায়েন্টদের জন্য কন্টেন্ট লিখে আসছি। আমার এত বছরের কাজের অভিজ্ঞতা নিয়েই এই বইটি লেখা যার নাম - 'কন্টেন্ট রাইটিং : লেখালেখির শখ থেকে আয়'।

কারণ আমি আমার নিজের জীবনে তাই করেছি। লেখালেখি শুধু আমার শখ ছিল না, ছিল আমার নেশা। এবং সেই নেশাকেই আমি আমার ক্যারিয়ার হিসেবে দাঁড় করিয়েছি।

'কন্টেন্ট (content)' শব্দটা আমাদের কাছে নতুন নয়।

ইন্টারনেটের যুগে যখন থেকেই আমাদের হাতের মুঠোয় ইউটিউব, ফেসবুক, গুগল চলে এলো, তখন থেকেই আমরা এই শব্দটার সাথে পরিচিত। ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা যেকোনো ভিডিও, কার্টুন, পডকাস্ট, লাইভ সেশন, ফটোগ্রাফি, ওয়েবসাইটের তথ্য, ইমেইল, অ্যাডভারটাইসমেন্ট- যা কিছুই আমরা আশেপাশে দেখে থাকি, সবই আসলে 'কন্টেন্ট'।

তাহলে কন্টেন্ট রাইটিং কী?

সোজা ভাষায় বলতে গেলে, যেকোনো কন্টেন্টের লিখিত রূপ হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং।

ফেসবুকের ব্যবসার পেজগুলোতে আমরা যে প্রোডাক্টগুলোর ছবি দেখি, আর ছবির সাথে যে লেখাগুলো দেখি - দুটোই কন্টেন্ট। এখানে ছবিগুলো হচ্ছে 'ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট (visual content)' এবং লেখাগুলো হচ্ছে 'রিটেন কন্টেন্ট (written content)'।

একটা কোম্পানির ওয়েবসাইটে যা যা তথ্য পড়ি, সেগুলো কী? কন্টেন্ট। আমাদের ফোনে যে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে আসা মেসেজগুলো পাই বা মেইল অ্যাড্রেস যখন কোনো নিউজলেটার পাই- সেগুলোও কন্টেন্ট। এ রকম আরও শ'খানেক উদাহরণ দেওয়া যাবে কন্টেন্টের, কারণ আমাদের আশেপাশেই সেগুলো ছড়িয়ে আছে।

আর এই (লিখিত) কন্টেন্টগুলো যারা লিখে, তাদের বলা হয় কন্টেন্ট রাইটার (content writer)।

কন্টেন্ট রাইটার হয়ে কি একটা ক্যারিয়ার তৈরি করা যায়?

অবশ্যই যায়।

বাইরের দেশগুলোতে একজন ভালো কন্টেন্ট রাইটাইরের প্রচুর পরিমাণ চাহিদা রয়েছে। ফটোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি, এনিমেশন, থ্রিডি এনিমেশন- এত কিছু আসার পরও কিন্তু ভালো লেখার একটা আলাদা দাম রয়েছে। এবং সেটা সব সময় থাকবে। নিজের মনের ভাবকে প্রকাশ করতে অনেকেই বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে, আর লেখালেখি এখনো সেসব মাধ্যমের মধ্যে অন্যতম।

বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ অসম্ভব ভালো লিখতে পারে। অর্থাৎ লেখালেখির সুপ্ত প্রতিভাটা তাদের মধ্যে আছে। এটা আমি খুব ভালো করেই জানি, কারণ এর অসংখ্য উদাহরণ আমি প্রতিনিয়ত দেখছি।

কিন্তু লেখালেখি আর কন্টেন্ট রাইটিং এর মধ্যে একটা বড় পার্থক্য আছে - আর সেটা হলো নিয়মগুলো। গল্প-উপন্যাস আপনি যেকোনোভাবে লিখতে পারেন, এখানে তেমন কোন নিয়ম আপনাকে মানতে হবে না। কিন্তু কন্টেন্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে নিয়মগুলো মানতে হবে। তাই কন্টেন্ট রাইটিং হচ্ছে সৃজনশীলতা ও নিয়মের একটি সমন্বয়।

আমি ধরে নিচ্ছি, লেখালেখির ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা- দুটোই আপনার মধ্যেই আছে। আর আছে লেখার ইচ্ছা। এখন দরকার কন্টেন্ট রাইটিং এর নিয়মগুলো জানা। তাই ৪ রকম কন্টেন্ট লেখার সবগুলো নিয়ম নিয়ে এই বইটা লেখা।

আপনি যদি লিখতে ভালোবাসেন, আর যদি আপনি চান লেখালেখির এই শখকে একটি পেশা হিসেবে দাঁড় করাতে, তাহলে এই বইটি আপনার জন্যই।

Disclaimer

'কন্টেন্ট রাইটিং : লেখালেখির শখ থেকে আয় (লেখক- অজন্তা রেজওয়ানা মির্জা)' বইটিতে বেশ কিছু ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব চ্যানেলের স্ক্রিনশট ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল বইয়ের পাঠককে আরও ভালোভাবে বইটা বুঝতে সাহায্য করা। পুরো বইয়ে স্ক্রিনশটগুলো শুধু উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এই স্ক্রিনশটগুলির ব্যবহার কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটের মালিক বা বিষয়বস্তু নির্মাতাদের মেধা সম্পত্তি অধিকার (intellectual Property Rights) লঙ্ঘন করার উদ্দেশ্যে নয়। প্রতিটা স্ক্রিনশটে আসল ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেলের মালিক ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের - যেখানে যেভাবে প্রয়োজন হয়েছে - সেখানে যথাযথ ক্রেডিট দেওয়া নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই উপকরণগুলির ব্যবহার ন্যায্য ব্যবহারের নীতিগুলির সাথে সংগতিপূর্ণ।

স্ক্রিনশটগুলিতে প্রদর্শিত বিষয়বস্তু আরও ভালো করে বোঝার জন্য পাঠকদের মূল ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব চ্যানেলগুলি ঘুরে দেখার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। তবে লেখক এবং প্রকাশক বহিরাগত এসব ওয়েবসাইট ও ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে উপস্থাপিত তথ্যের সঠিকতা, সম্পূর্ণতা বা বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী নয়। এই স্ক্রিনশটগুলো শুধু কন্টেন্ট লেখার স্টাইল বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

সূচিপত্র

চ্যাপ্টার ১ : কন্টেন্ট রাইটিং কী এবং কীভাবে শিখতে পারেন? ১১

কেউ চাইলে কি কন্টেন্ট রাইটিং শিখতে পারবে? ১৩

লেখালেখি থেকে আয় : কী জানতে হবে? ১৫

কীভাবে বুঝবেন আপনি ভালো লিখেন কি না? ১৫

আপনি আসলে কার জন্য লিখেন? ১৭

আপনি কি লেখালেখির নিয়মগুলো জানেন? ১৮

চ্যাপ্টার ২ : কন্টেন্ট রাইটিং নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর ১৯

কতভাবে কন্টেন্ট লিখে আয় করা যায়? ১৯

স্মার্টফোন দিয়ে কি কন্টেন্ট রাইটিং করা সম্ভব? ২৩

বাংলায় কি কন্টেন্ট রাইটিং করে আয় করা যায়? ২৫

কন্টেন্ট রাইটিং কি আসলেই শেখা যায়? ২৬

ভালো লিখতে পারা কি শেখানো যায়? ২৭

আমি কি ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে পারব? ২৮

কন্টেন্ট রাইটিং এর মতো একটি দক্ষতা শিখে আমি কী করতে পারব? ৩০

আপনি কি একজন কন্টেন্ট রাইটার হতে পারবেন? ৩৩

এই বই পড়েই কি আমি আয় করা শুরু করতে পারব? ৩৬

কন্টেন্ট রাইটিং শিখে আমি কত দিনের মধ্যে আয় করা শুরু করতে পারব? ৩৬

চ্যাপ্টার ৩ : সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট ৩৮

বিজ্ঞাপনের কন্টেন্ট কেমন হতে হয়? ৩৯

সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট কেমন হয়? ৪০

এখানে একজন কন্টেন্ট রাইটারের কাজ কী? ৪১

একটি ব্যবসার জন্য কত ধরনের কন্টেন্ট লিখতে হবে? ৪২

কপিরাইটিং কাকে বলে? ৪৩

শেয়ারেবল কন্টেন্ট কাকে বলে? ৪৪

কপিরাইটিং আর শেয়ারেবল কন্টেন্টের মধ্যে পার্থক্য কী? ৪৫

কপিরাইটিং কন্টেন্ট কীভাবে লিখতে হয়? ৪৬

শেয়ারেবল (shareable) কন্টেন্ট কীভাবে লিখতে হয়? ৫৯

এই চ্যাপ্টারে কী শিখলেন? ৬৫

চ্যাপ্টার ৪ : বিজনেস কন্টেন্ট ৬৬

ওয়েবসাইটের জন্য কন্টেন্ট কীভাবে লিখতে হয়? ৬৬

ল্যান্ডিং পেজ/মেইন পেজের কন্টেন্ট ৬৭

ওয়েবসাইটের অন্যান্য পেজ ৭২

নিউজলেটার (Newsletter) লেখা ৭৮

বিভিন্ন ইভেন্ট/প্রোগ্রামের বর্ণনা লিখতে হয় ৮৪

এই চ্যাপ্টারে কী শিখলেন? ৯২

চ্যাপ্টার ৫ : ইউটিউব স্ক্রিপ্ট ৯৩

ইউটিউবে কন্টেন্ট বানিয়ে কীভাবে আয় করা যায়? ৯৪

কোন ধরনের ইউটিউব ভিডিওর জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে হয়? ৯৬

ইউটিউবাররা কি পুরোপুরি একটা স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করে? ৯৯

ভিডিও কন্টেন্টের জন্য স্ক্রিপ্ট কীভাবে লিখতে হয়? ১০২

একটা ভালো স্ক্রিপ্টের মধ্যে কী কী অংশ বা ধাপ থাকে? ১০৯

কোন ধরনের স্ক্রিপ্ট কীভাবে লিখতে হয়? ১১৫

এই চ্যাপ্টারে কী শিখলেন? ১৩২

চ্যাপ্টার ৬ : যেকোনো আর্টিকেল কীভাবে লিখতে হয়? ১৩৩

কত ধরনের আর্টিকেল লেখা যায়? ১৩৩

আর্টিকেল লেখার নিয়ম ১৪৩

এই চ্যাপ্টারে কী শিখলেন? ১৫৮

উপসংহার ১৫৯

চ্যাপ্টার ১ :

কন্টেন্ট রাইটিং কী এবং কীভাবে শিখতে পারেন?

লেখালেখি করে আয় করা যায় - এটা আমরা অনেকেই শুনেছি। কিন্তু সেটা কীভাবে, এবং কী ধরনের কন্টেন্ট আপনি লিখতে পারেন?

লিখে আয় করা মানেই - অন্তত কিছুদিন আগ পর্যন্ত - আমরা ধরে নিয়েছিলাম গল্প উপন্যাস লিখে আয় করার কথা। অর্থাৎ একটা উপন্যাস বা অনেকগুলো গল্প লিখলেন, একটা বই ছাপালেন, এবং সেটি বিক্রি করে আপনি আয় করলেন। কিন্তু সবাই তো আর প্রথম উপন্যাসটা লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যেতে পারে না, তাই না? আর উপন্যাস লিখে আয় করার গ্যারান্টিটাও কেউ সেভাবে আপনাকে দিতে পারবে না।

তাহলে আর কীভাবে আপনি লিখে আয় করতে পারবেন?

কন্টেন্ট রাইটিং করে।

গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতার বাইরেও লেখার অনেক কিছু আছে, বিশেষ করে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে। সেসব লেখাকে আমরা কন্টেন্ট (content) বলে থাকি। কন্টেন্ট লেখার জন্যও কিন্তু একজন লেখকের প্রয়োজন পরে। মানে একজন কন্টেন্ট রাইটারের।

তাহলে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কন্টেন্ট কেমন বা কত ধরনের হতে পারে?

- প্রথমেই ধরে নিই, একটা প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসার জন্য একটা ওয়েবসাইট বানাল। সেই ওয়েবসাইটে ৫/১০/২০/৫০টা বা এর চেয়েও বেশি পেজ থাকতে পারে। সেই পেজগুলোর যে লেখা - বা কন্টেন্টগুলো - সেগুলো অবশ্যই একজন কন্টেন্ট রাইটার লিখবে।

- অনেক ওয়েবসাইটে একটা করে 'ব্লগ' থাকে, যেগুলোর জন্য একজন কন্টেন্ট রাইটার অনেকগুলো আর্টিকেল লিখে থাকে। প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিদিনই নতুন নতুন ব্লগ আর্টিকেল যোগ করা হয় এই ওয়েবসাইটগুলোতে।

- অনেকে শুধু ব্লগিং করে অনলাইনে আয় করে এবং সেই আর্টিকেলগুলোও কিন্তু একজন কন্টেন্ট রাইটার লিখে। বা একজন কন্টেন্ট রাইটার চাইলে কিন্তু নিজেই একটা ব্লগ ওয়েবসাইট খুলে সেখানে নিজের লেখা আর্টিকেল প্রকাশ করে আয় করতে পারে।

- Amazon.com বা eBay-এর সাথে এফিলিয়েট মার্কেটিং সাইট (Affiliate Marketing Site) তৈরি করে অনেকে আয় করে থাকে। সেসব সাইটে প্রচুর পরিমাণের আর্টিকেল প্রয়োজন হয়ে থাকে।

- কোন প্রতিষ্ঠানের Social Media পেজগুলোতেও রেগুলার পোস্ট দিতে হয়, বিশেষ করে ফেসবুকে এবং ইন্সটাগ্রামে। ভালো পোস্ট লেখার জন্য একজন ভালো কপিরাইটার (copywriter) প্রয়োজন হয়। এবং কপিরাইটিংও (copywriting) কিন্তু এক ধরনের কন্টেন্ট রাইটিং।

- তা ছাড়া, আরও অনেক ধরনের ব্যবসায়িক কন্টেন্টের জন্য একজন কন্টেন্ট রাইটারের প্রয়োজন হয়। যেমন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে গ্রাহকদের প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে একটা করে নিউজলেটার (newsletter) পাঠানো, তাদের ইমেইল পাঠানো ইত্যাদি।

তারপর আসি দ্বিতীয় প্রশ্নে, কন্টেন্ট রাইটিং কীভাবে শেখা যায়?

আমরা সবাই কমবেশি লেখালেখি করে এসেছি। ফেসবুকে বা ইন্সটাগ্রামে স্ট্যাটাস দিয়েছি, ডায়েরি লিখছি, প্রিয় মানুষকে চিঠি লিখেছি, আর সেসব না হলেও ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের রচনা, প্রবন্ধ লিখছি। প্রেমপত্র লিখেছি। যারা আরও বেশি পড়াশোনা করেছে, তারা অ্যাসাইনমেন্ট/থিসিস লিখেছে, পিএইচডির জন্য ডিসারটেশন (dissertation) বা বড় বড় রিপোর্ট লিখেছে। একেবারেই লিখে না এমন মানুষ আসলে কম পৃথিবীতে।

কিছু না হলেও তো আমরা বাজারের লিস্ট লিখি বা হোয়াটসঅ্যাপ আর মেসেঞ্জারে মেসেজ লিখে প্রিয়জনদের পাঠাই। তাই টুকটাক লেখার হাত আমাদের মোটামুটি সবারই আছে।

লিখতে পারা একটি দক্ষতা বা স্কিল। ভালো লিখতে পারা একটা গুণ। এই দক্ষতাটা যাদের আছে, তারা একজন ভালো লেখক বা রাইটার এবং তারা চেষ্টা করলেই লেখালেখি করে আয় করতে পারবে।

তাই আপনি যদি লিখতে ভালোবাসেন, যদি লেখালেখির প্রতি আপনার একটা ভালোবাসা থেকে থাকে, যদি আপনার মনে হয় যে আপনি ভালো লিখতে পারেন, এবং যদি লেখালেখি আপনার আবেগের জায়গা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনি একজন কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে পারবেন।

আর হ্যাঁ, আপনি তাহলে কন্টেন্ট রাইটিং শিখতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে আপনাকে শুধু কন্টেন্ট লেখার নিয়মগুলো শিখতে হবে।

কেউ চাইলে কি কন্টেন্ট রাইটিং শিখতে পারবে?

যেকোনো ধরনের কন্টেন্ট লেখার আগে একটা জিনিস একটু বুঝে নিই। লেখালেখি আসলে দুই ধরনের হয় : ফিকশন ও নন-ফিকশন।

ফিকশন লেখেন সাহিত্যিকরা। তারা গল্প লিখেন, নিজের চিন্তাগুলো চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। শূন্য থেকে পুরো একটি পৃথিবী তারা তৈরি করতে পারেন নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে। তারা বড় বড় উপন্যাস লিখেন, শক্তিশালী কিছু শব্দ দিয়ে পৃথিবী বদলে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের আছে। শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে বঙ্কিম, সত্যজিৎ থেকে টলস্টয় - তারা সবাই মহান সাহিত্যিক। তারা সত্যিকারের সৃজনশীল মানুষ।

তারা লিখেন ফিকশন, সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক। তারা গল্প তৈরি করেন, চরিত্র তৈরি করেন।

কিন্তু এমনও একদল মানুষ আছে যারা লেখালেখি করতে চান, ভালোবাসেন, কিন্তু হয়তো সাহিত্য লিখতে চান না? তারা কি লেখক নন? তারা কি সৃজনশীল নন?

অবশ্যই তারাও লেখক এবং এখানেও সৃজনশীলতার দরকার আছে। কিন্তু গল্প-উপন্যাস-নাটকের বাইরেও - অর্থাৎ ফিকশনের বাইরেও একটা জগৎ আছে। আর সেটা হচ্ছে নন-ফিকশনের জগৎ।

প্রথমেই বলে দিচ্ছি - যাহা কাল্পনিক নয়, তাহাই নন-ফিকশন।

অর্থাৎ নন-ফিকশন লেখার সময় আমরা গল্প বা কাহিনি বানাব না। বরং কিছু তথ্য, জ্ঞান, চিন্তাকে সুন্দর করে লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করাকেই নন-ফিকশন বলে।

কঠিন ভাষায় বলব? **সত্য ঘটনাসম্পর্কিত ও বাস্তব তথ্যপূর্ণ কথাকে সাজিয়ে লেখার নাম নন-ফিকশন।**

না, এই ব্যাখ্যাটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। আমি বরং একটু সোজা ভাষায় বুঝিয়ে বলি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা সবাই কিন্তু নন-ফিকশন কিছু না কিছু লিখেছি এবং খুব ছোটবেলায় লিখেছি। বলতে পারেন, কীভাবে?

ক্লাস ৫/৬ এ থাকতে 'ছাত্রজীবনের দায়িত্ব' বা 'আধুনিক বিশ্বে কম্পিউটারের অবদান' রচনাগুলো মনে আছে তো? আমি নিশ্চিত, এখনো অনেকে গড়গড় করে সেগুলো মুখস্থ বলতে পারবেন! এতটাই ভালোভাবে আমরা সে সময় মুখস্থ করেছিলাম যে আজো কিছু কিছু বাক্য মনে আছে।

যাই হোক, এইযে রচনাগুলো আমরা বাংলা ২য় পত্রে লিখেছিলাম, সেগুলোই আমাদের সবার জীবনে লেখা প্রথম নন-ফিকশন। ভূমিকা, মাঝখানের অংশ, উপসংহার। মাঝখানে মাঝখানে কিছু বাণী, কবিতার লাইন। কয়েকটা হেডিং (heading) আর সাব-হেডিং (subheading)। মনে আছে না?

তারপর ছিল ভাব সম্প্রসারণ। ভাব সংকোচন। পিতার কাছে টাকা চাহিয়া চিঠি। কবিতার মূলভাব বিশ্লেষণ করা। এগুলো আমরা সবাই লিখেছি।

অর্থাৎ আমরা কেউই লেখালেখির জগতে নতুন না।

অনেকে কিন্তু স্কুল-কলেজের গণ্ডিতেই থেমে থাকেনি। বরং ইদানীংও কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই ফেসবুকে বড় বড় পোস্ট লিখে থাকি। হয়তো আমাদের মন খুব ভালো, অথবা খুব খারাপ। অথবা কোনো বই আমাদের কাছে অদ্ভুত রকম ভালো লেগেছে, বা কোনো মুভি দেখে মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কাছের কারও ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছি। বা জীবনে খুব বড় কোনো ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রথম কাজটা আমরা কী করি? ফেসবুকে একটা পোস্ট করি। পরিচিতজনদের সাথে নিজের খুশিটা অথবা মন খারাপের ভাবটা শেয়ার করি।

এগুলোও কিন্তু নন-ফিকশন লেখারই একটা অংশ।

আমি সবচেয়ে সহজ দুটো উদাহরণ দিলাম, শুধু এটা বোঝাতে যে, আমাদের সবার মধ্যেই একটা লেখকসত্তা লুকিয়ে আছে। আমরা লিখতে চাই, কয়েকটা শব্দ আর বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে চাই। আমরা অন্যদের লেখা পড়তে ভালোবাসি, তাদের চিন্তাগুলো নিয়ে চিন্তা করতে ভালোবাসি। আর আমরা চাই, যেন আমাদের চিন্তাগুলোও শব্দের সাহায্যে প্রকাশ পায়।

তাহলে বলা যায়, আপনি যদি চান, তাহলে আপনিও কন্টেন্ট রাইটিং শিখতে পারবেন।

লেখালেখি থেকে আয় : কী জানতে হবে?

আমরা ফিকশন লিখি বা নন-ফিকশন যেটাই লিখি না কেন, আমাদের সবার টার্গেট কিন্তু একটাই : লেখালেখিকে একটা ক্যারিয়ার হিসেবে তৈরি করা।

অর্থাৎ নিজেদের লেখার শখ থেকে আয় করা, তাই না?

প্রথমেই বলে রাখি, লেখালেখি করে অবশ্যই আয় করা যায় এবং এটাকে একটা ফুল-টাইম বা পার্ট-টাইম ক্যারিয়ার বানানো যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনাকে ৩টা জিনিস জানতে হবে-

- আপনাকে ভালো লেখালেখি করতে জানতে হবে অর্থাৎ আপনার লেখার হাত ভালো হতে হবে।
- আপনাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আপনি কাদের জন্য বা কোন কারণে লিখছেন।
- এবং আপনাকে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট লেখার নিয়মগুলো জানতে হবে।

এই তিনটি জায়গায় ভালো করতে পারলেই আপনি সফল একটি কন্টেন্ট রাইটিং ক্যারিয়ার গড়তে পারবেন। এই দক্ষতাগুলোই থাকাই হচ্ছে কন্টেন্ট লেখার জগতে সাফল্যের মূলমন্ত্র।

আসুন, এই তিনটি দক্ষতা খুব ভালোভাবে বুঝে নিই।

কীভাবে বুঝবেন আপনি ভালো লিখেন কি না?

এখানে কয়েকটা জিনিস আপনাকে খেয়াল করতে হবে।

- আপনি কি নিজের লেখার মাধ্যমে আপনার মনে যা আছে তা প্রকাশ করতে পারছেন?
- আপনি যা বলতে চাচ্ছেন তা কি আপনার পাঠকরা বুঝতে পারছে?
- পাঠকরা কি আপনার লেখা পড়ে আনন্দ পাচ্ছে?
- আপনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে লিখছেন সেটা কি আপনার লেখার মাধ্যমে সফল হচ্ছে?

এই সবগুলোর উত্তরে যদি আপনি ‘হ্যাঁ’, বা ‘আমি নিশ্চিত’ বা ‘যতদূর মনে হয়, হ্যাঁ’ বলে থাকেন, তাহলে বলব যে আপনি অবশ্যই ভালো লেখেন।

হয়তো আপনার মাথায় এখনো কালজয়ী কোনো উপন্যাসের প্লট আসেনি, অথবা আপনি হয়তো কবিতার ছন্দ মেলাতে এখনো পারেন না। কিন্তু যদি এই চারটা প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হয়, তাহলে বলা যায় যে আপনি কন্টেন্ট রাইটার হওয়ার জন্য অনেকটাই তৈরি।

আমরা নিজেদের লেখার মূল্যায়ন করি অন্যদের দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ মানুষ যদি আমার লেখাকে ভালো বলে, তাহলেই আমি ভালো লেখক, বা তাহলেই আমার লেখার হাত ভালো। যেমন, স্কুল-কলেজে থাকতে কিছু শিক্ষক মাঝে মাঝে বলতেন, যে আমার লেখার হাত খুব ঝরঝরে। এটার মানেই হচ্ছে যে আমার লেখার স্টাইল ছিল খুব সাবলীল ও সহজ।

আমি যেহেতু কোনো কিছু মুখস্থ করতে পারতাম না, তাই প্রায় সবকিছুতেই মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখতাম। এটার কারণে হয়তো সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতাম না, কিন্তু কিছু টিচার বেশ প্রশংসা করতেন।

সহজ ভাষায় লেখা, সাবলীল লেখা - এগুলো কিন্তু একজন লেখকের কয়েকটা প্রধান গুণের মধ্যে একটি। লেখা যদি সাবলীল হয়, সেটা পড়তে আরাম লাগে। আমি ভালো লিখতে পারি মানে এই নয় যে আমি খুব কঠিন কঠিন শব্দ ব্যবহার করতে জানি, বা আমার লেখা খুব জ্বালাময়ী ধরনের হয়। বরং এর মানে হচ্ছে যে আমার লেখা কোনো কিছু পড়তে পাঠকদের ভালো লাগে। তারা স্বচ্ছন্দভাবে পড়তে পারে।

তা ছাড়া এখন তো ফেসবুক আর অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের কারণে খুব তাড়াতাড়ি বোঝা যায় আমাদের লেখা মানুষ পছন্দ করছে কি না। কারণ একেকটা পোস্ট দেওয়ার পর যদি শ’খানেক লাইক এবং ডজনখানেক শেয়ার পাওয়া যায়, তাহলে এটাই বোঝা যায় যে মানুষ আমাদের লেখা পছন্দ করছে।

আপনার লেখা পোস্টগুলো বা জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো পড়ে যদি মানুষ আপনাকে বাহবা দেয়, তাহলে আমরা বলব যে একজন কন্টেন্ট রাইটার হওয়ার প্রথম দক্ষতাটি আপনার আছে।

অর্থাৎ আপনি নিঃসন্দেহে ভালো লিখতে পারেন।

আপনি আসলে কার জন্য লিখেন?

নিজের জন্য আমরা শুধু তখনই লিখি যখন আমরা আমাদের ডায়রিতে লিখি। সে লেখাটা হয়তো কখনই কেউ পড়বে না। সেটা শুধু আমাদের নিজেদের জন্য। আমাদের ডায়রিতে আমরা যা-ই লিখি না কেন, সেটা খুব গোপন কিছু কথা হয়। সেগুলোর কোনো পাঠক থাকে না, কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। শুধু নিজেদের কথাগুলো আমরা লিখে রাখি।

স্কুলে থাকতে আমরা লিখতাম টিচারদের জন্য, তারা আমাদের পরীক্ষার খাতা চেক করবে, তাই। আমরা খুব ভালোভাবেই মনে রাখতাম কোন টিচার হাতের লেখা সুন্দর দেখতে চায়, আর কোন টিচার পাতা গুনে নাম্বার দেয়। সেই টিচারদের জন্য আমরা পরীক্ষায় তাদের পছন্দের খাতাগুলো উপহার দিতাম, যাতে তারা আমাদের বেশি করে নাম্বার দেয়। অর্থাৎ তখন আমরা লিখতাম টিচারদের জন্য। উদ্দেশ্য, পরীক্ষায় নম্বর বেশি পাওয়া।

যখন আমরা ফেসবুকে কোনো পোস্ট দিই, সেগুলোর পাঠক কারা? আমাদের পরিবারের মানুষজন, বন্ধুরা বা এমন কিছু মানুষ যারা আমাদের ফলো করে। তারা সবাই আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চেনেন। তারা জানে আমরা কেমন মানুষ। তাই সোশ্যাল মিডিয়াতে লেখার সময় আমরা এমন কিছু মানুষের জন্য লিখছি যাদের আগে থেকেই আমাদের চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা আছে। এখানে আমরা আমাদের পরিচিত একটা গণ্ডির জন্যই লিখছি।

চাকরির আবেদন করার সময় আমরা মাথায় রাখি কোনো কোম্পানির HR Department - এর হেডকে। সেই মানুষটা যখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা পড়বে, তখন তার মাথায় কী চলবে - এটা আমাদের চিন্তা থাকে। আমরা সেভাবেই কিন্তু আমাদের Career Objective টা লিখি, যাতে তাদের ভালো লাগে।

আর আমরা কার জন্য লিখি?

জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রেই আমাদের লেখালেখির কোনো না কোনো পাঠক থাকে। হয়তো সেই পাঠক আমরাই নিজেরাই (ডায়েরির ক্ষেত্রে) অথবা আমাদের পরিচিত কেউ (ফেসবুকের ক্ষেত্রে), অথবা হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কেউ (চাকরির ক্ষেত্রে)।

তাই কোনো কিছু লেখার সময় যদি আপনার মাথায় সেই লেখাটার পাঠকদের কথা চিন্তা করে থাকে, তাহলে আপনি কন্টেন্ট রাইটিং এর দ্বিতীয় দক্ষতাটাও অর্জন করে ফেলেছেন।

অর্থাৎ আপনার লেখা কে পড়ছে সেটা জেনে, বুঝে, তারপর আপনি লিখছেন।

আপনি কি লেখালেখির নিয়মগুলো জানেন?

লেখলেখির আবার কোনো নিয়ম আছে না কি? এটা সবচেয়ে সৃজনশীল কাজগুলোর মধ্যে একটি, তাই এটা ভাবাই স্বাভাবিক যে এখানে কোনো নিয়ম খাটে না।

কথাটা অনেকটা সত্যি, কিন্তু সেটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

সাহিত্যের লেখার সময় তেমন কোনো নিয়ম মানতে হয় না। একজন সাহিত্যিক যেভাবে চিন্তা করেন, সেভাবেই তার গল্প বা উপন্যাস সাজাতে পারেন। তিনি চাইলেই গল্পের শেষে নায়ক নায়িকার মিল দেখাতে পারেন অথবা বিচ্ছেদ দেখাতে পারেন। কোনো রহস্য উপন্যাসের লেখক চাইলেই প্রথম চ্যাপ্টারে খুনির পরিচয় জানিয়ে দিতে পারেন, আবার চাইলেই রহস্যের সমাধান না করেই বই গল্প শেষ করে দিতে পারেন।

সাহিত্যের ব্যাপারে লেখকরা আসলে কোনো নিয়মের তোয়াক্কা করেন না, আর সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা এখানে কথা বলছি কন্টেন্ট রাইটিং নিয়ে। কন্টেন্ট রাইটিং কিন্তু সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটা জিনিস। এখানেও কিছুটা সৃজনশীলতা দরকার, কিন্তু আমরা প্রধানত কাজ করব বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য (commercial purpose) নিয়ে। অর্থাৎ প্রতিটা কন্টেন্ট লেখার পেছনে একটা করে উদ্দেশ্য বা purpose থাকে।

সে জন্যই বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট লেখার বেশ কিছু নিয়ম আছে, আর একজন কন্টেন্ট রাইটারকে সেই নিয়মগুলো জানতে হবে।

তাই কন্টেন্ট রাইটার হতে চাইলে শুধু ভালো লিখলেই হবে না। আপনাকে কন্টেন্ট রাইটিং এর নিয়মগুলো জানতে হবে। আমাদের আশেপাশে প্রচুর মানুষ খুবই ভালো লিখেন এবং তাদের লেখালেখি নিয়ে অনেক আগ্রহও আছে। আপনি যেহেতু এই বইটা পড়ছেন, তার মানে যে আপনারও লেখালেখি করার ইচ্ছা আছে। হয়তো আপনি চান আপনার লেখালেখির শখ থেকে আয় করতে।

একজন সফল কন্টেন্ট রাইটার হতে গেলে তাই আপনাকে ভালো লিখতে জানতে হবে এবং আপনাকে জানতে হবে আপনি কার জন্য লিখছেন, কেন লিখছেন। সবচেয়ে বড় কথা, আপনাকে কন্টেন্ট রাইটিংএর নিয়মগুলো জানতে হবে।

এই বইতে আপনাকে ৪ ধরনের কন্টেন্ট লেখার নিয়ম শেখানো হবে। অর্থাৎ আপনাকে একজন ভালো ও সফল কন্টেন্ট রাইটার হওয়ার তৃতীয় ধাপটাতে সাহায্য করা হবে।

চ্যাপ্টার ২

কন্টেন্ট রাইটিং নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

বিশেষ কিছু জায়গায় যখন আমরা কিছু লিখে সেটাকে ব্যবসায়িক কিংবা ব্যবসার প্রসারের কাজে লাগাই, তাকেই কন্টেন্ট রাইটিং বলে। অনেক সময়ে এটাকে কমার্শিয়াল কন্টেন্ট রাইটিংও বলা যায়।

কন্টেন্ট রাইটিংএর ধারণা বাংলাদেশে মোটামুটি নতুন, তাই আসলে এই ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন থাকাই স্বাভাবিক। এমনই কিছু প্রশ্নের উত্তর পাবেন এই চ্যাপ্টারে।

কতভাবে কন্টেন্ট লিখে আয় করা যায়?

কন্টেন্ট! কন্টেন্ট! কন্টেন্ট!

এই শব্দটা তো অনেকবার পড়লেন এই পর্যন্ত। এখন আসুন, একটু কন্টেন্ট নিয়ে আলাপ করি।

আগেই বলেছি, যেকোনো ধরনের ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যে কোনো কিছুই আসলে কন্টেন্টের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এই কাজে ব্যবহৃত সব ধরনের লেখা, ভিডিও, কার্টুন, পডকাস্ট, লাইভ সেশন, ফটোগ্রাফি- সবই আসলে কন্টেন্ট। আর এই যে প্রথমটা অপশনটা - লেখালেখির অংশটা - এটাই কন্টেন্ট রাইটিং।

সত্যি কথা বলতে, কোনো পণ্য, সেবা বা ব্যবসার প্রচারের সময় কিন্তু আমরা ছবি, ভিডিও বা অ্যাডের কথাটাই বেশি খেয়াল করি। এর পেছনে বা পাশাপাশি যে কিছু লেখার ব্যাপারটা কাজ করে, সেটা অনেক সময়েই গোপন থেকে যায়। অথচ কন্টেন্ট রাইটিং যেকোনো ব্যবসার খুবই প্রয়োজনীয় একটা অংশ।

কন্টেন্ট রাইটিং শেখার জন্য আগে আপনাকে জানতে হবে কত ধরনের লিখিত কন্টেন্ট আছে এবং এগুলো লিখে কীভাবে আপনি আয় করতে পারেন।

এই বইয়ে মোট ৪ রকমের কন্টেন্ট খুব বিস্তারিতভাবে লেখা শেখানো হবে :

- কপিরাইটিং/সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট

- বিজনেস কন্টেন্ট
- ইউটিউব স্ক্রিপ্ট ও
- আর্টিকেল লেখা

এবং এই ৪ ধরনের কন্টেন্ট লিখে আপনি কীভাবে আয় করতে পারবেন সেটাও বলে দেওয়া হবে। তাহলে আসুন, বিস্তারিত শেখার আগে আমরা একটু জেনে নিই কোন ধরনের কন্টেন্ট কোথায় কাজে লাগে।

কপিরাইটিং/সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট

আপনার যদি ফেসবুকে (বা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে) কোনো ব্যাবসায়িক পেজ থাকে, অর্থাৎ আপনি যদি এফ-কমার্সের (f-commerce) সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে অবশ্যই আপনাকে কন্টেন্ট বানাতে হবে। আপনার যেকোনো প্রোডাক্ট বা সেবার (service) প্রমোশনের ক্ষেত্রে আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণের ফটো, ভিডিও, ব্যানার বা অন্য কোনো কন্টেন্ট বানাতে হবে। কিন্তু একই সাথে, লিখিত কন্টেন্টের উপরেও প্রচুর জোর দিতে হবে।

আপনার নিজের পেজ না থাকলেও আপনি এমন অনেক ফেসবুক পেজ পাবেন যারা ভালো একজন ভালো কন্টেন্ট রাইটার খুঁজছে। উদ্দেশ্য- তাদের ব্যবসার প্রচারের জন্য কন্টেন্ট লিখতে হবে। বিশেষ করে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সিগুলো, যারা এসব ব্যবসার হয়ে ভিডিও, ব্যানার বা এনিমেশন বানায়, তাদেরও কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট রাইটার বা কপিরাইটার দরকার পরে।

বিজনেস কন্টেন্ট

কোনো কোম্পানি যখন ছোট থেকে মাঝারি সাইজের হয়ে ওঠে, তখন তাদের আরও কিছু কন্টেন্টের দরকার পড়ে।

যেমন সবার আগে, তাদের একটা ওয়েবসাইট বানাতে হয়। সত্যি কথা বলতে, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত সব ব্যবসা তাদের ওয়েবসাইটের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে না। কিন্তু বাইরের দেশগুলোতে যেকোনো ব্যবসা শুরু করার প্রথম ধাপই হচ্ছে তাদের ওয়েবসাইটটা দাঁড় করানো। তাই আশা করা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই বাংলাদেশের সব ছোট বড় কোম্পানি, স্টার্টআপ ও এফ-কমার্স ব্যবসাগুলো তাদের ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলবে। এবং তাদের প্রত্যেকেরই একজন করে ভালো কন্টেন্ট রাইটার দরকার পড়বে।